বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 9 APR 1989
পৃষ্ঠা 6 কলাম 4

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তর প্রসঙ্গে

পূর্ব প্রকাশিতের পর

এই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালের কুষ্টিয়া ও যশোর জেলার শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে এর নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। ১৯৮০ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন জাতীয় সংসদে পাস হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বাস্তবে রূপ লাভ করে।

১৯৮২ সালে এক যুগ সন্ধিক্ষণে প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করলে এ দেশের সচেতন ইসলামপ্রিয় কোটি কোটি মানুষ দীর্ঘ ২৩০ বছরের সাধনার ফসল দেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়টি রাজধানী ঢাকার সন্নিকটবর্তী একটি আকর্ষণীয় স্থানে স্থাপনের জোর দাবী জানায়। প্রেসিডেন্ট বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে বিশ্ববিদ্যালয়টি বর্তমান স্থানে স্থাপনের জন্য নির্দেশ দিয়ে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৮৩ সালের ২১শে জুলাই এ দেশের ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন। এ দিনে ২৩০ বছর পর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ।

অত্যন্ত স্বল্প সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রয়োজনীয় ভবন, আবাসিক হল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক নির্মাণ কাজ শেষ হল। ডঃ এ, এন, এম মুমতাজ উদ্দিন চৌধুরীর নিরলস প্রচেষ্টায় এবং প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে।

১৯৮৬ সালের ১০ই এপ্রিল প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বিশ্ববিদ্যালয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। প্রেসিডেন্ট ঐতিহাসিক উদ্বোধনী দিনে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেনঃ "আজকের দিনটি আমাদের সকলের জন্য আশা উদ্দীপনার এক আনন্দঘন দিন। বহু প্রত্যাশিত ও প্রতীক্ষিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আজ শুভ উদ্বোধন।" ১৯৮৬ সালের ২৮শে জুন ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ এ, এন, এম, মুমতাজ উদ্দিন চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাস উদ্বোধন করেন। শুভযাত্রা পথের এই স্মরণীয় দিনে বিশ্ববিদ্যালয় আঙ্গিনা শিক্ষার্থীদের পদচারনায় মুখর হয়ে উঠে।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি নতুন ধারার শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলতি করা হয়েছে। যা জ্ঞান চর্চার বিভিন্ন শাখায় ইসলামের মহান শিক্ষা ও গৌরবজ্জ্বল সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রসার ঘটাবে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে বর্তমানে প্রচলিত কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের বিবিধ শাখার সাথে ইসলামী শিক্ষার সংযোগ ও সমন্বয় সাধন, নতুন আঙ্গিকে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন এবং "লব্ধ জ্ঞান" (Acquired knowledge) ও "ঐশী" জ্ঞান (Revealed knowledge) -এর বিবিধ ক্ষেত্রে শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে দেশে একটি সুসংহত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন। ঐশী জ্ঞানের বস্তুগত জ্ঞান ও সমন্বয় সাধনেরব মাধ্যমে এমন একটি জ্ঞান আহরণ পদ্ধতি প্রবর্তন যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন শাখার জ্ঞান আহরনের প্রচেষ্টা ইসলামী নীতিমালা ও মূল্য বোধের আলোকে উজ্জীবিত হয়ে উঠবে।

বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয় ২টি অনুষদ রয়েছে ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামিক ষ্টাডিজ অনুষদ এবং মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ।

ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামিক ষ্টাডিজ অনুষদের আওতায় আলকুরআন ওয়া উলুমুল কুরআন, উলুমুত তাওহীদ ওয়াদ দাওয়া ও আলকানুন ওয়াশ শরীয়াহ এ তিনটি বিভাগ রয়েছে এবং মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের আওতায় হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা ও অর্থনীতি ও তিনটি বিভাগ। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১০০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। অবশ্য প্রাথমিকভাবে এর ছাত্র সংখ্যা ছিল

মোঃ জহিরুল হক শামীম

১৮০০ নির্ধারণ করা হয় (ছাত্র-১৩০০ ছাত্রী-৩০০ বিদেশী ২০০)।

উল্লেখ্য ১৯৮৬ সালের ২৮শে জুন যে সকল শিক্ষার্থী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে তারা আর মাত্র কয়েক মাস পরে ১৯৮৯ সালের জুন-জুলাই মাসে নির্ধারিত সময়েই তাদের কোর্স সমাপ্ত করতে যাচ্ছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যথেষ্ট রাজনীতি সচেতন এবং এরা বিভিন্ন জাতীয় ছাত্র সংগঠনের সাথেও জড়িত। অথচ সাম্প্রতিক সময়ে দেশের সকল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা, দলাদলি, সন্ত্রাস, বোমাবাজি, অরাজকতা সর্বোপরি খুন-খারাবী চলছে সে তুলনায় একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দেশের অন্যান্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় শিক্ষাঙ্গনে মুক্ত ও সুস্থ ধারা বজায় রেখে শিক্ষার উপযোগী স্বাভাবিক পরিবেশ অব্যাহত রেখে চলেছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নিঃসন্দেহে একক কৃতিত্বের অধিকারী।

সেশন জটের কালো দৈত্য আজ জাতির মেধা-শক্তি নিঃশেষ করে দিচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সেশন জটের ফলে কেবল জাতির মেধা-শক্তিই ধ্বংস হচ্ছে না— তার সাথে আরো বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যারও সৃষ্টি হচ্ছে। এই সেশন জটের ফলে টাকার অংকে জাতির সামগ্রিক ক্ষতির পরিমাণ ১শ ৩০ কোটি টাকা। এ সংবাদ জাতির জন্য ভয়াবহ। এই সেশন জটের কারণে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ৩ বছর করে সময় অপচয় হচ্ছে। এই সেশন জটের অন্যতম কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক, ছাত্র অসন্তোষ, শিক্ষক ও কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া ও ধর্মঘটের কারণে ক্লাস বন্ধ হওয়া, নির্ধারিত সময়ে কোর্স সম্পন্ন না হওয়া, এক বছর বিলম্বে ছাত্র ভর্তি করা ইত্যাদি। অথচ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এ সকল সমস্যামুক্ত একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। তাছাড়া ১৯৮৬ সালের ১১ই নভেম্বর মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাণ্ড শেখ জাদুল হক আলী জাদুল হক এ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। ১৯৮৭ সালের নভেম্বর মাসে আরব আমিরাতের ইসলাম ও ওয়াক্ফ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব জুম্মা মোহাম্মদ সালেম এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। ১৯৮৮ সালের ১২ই এপ্রিল ব্রুনাই-এর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী ও সচিব এ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন। এ ছাড়া ১৯৮৭ সালের প্রথম দিকে ইসলামাবাদ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টরও এ বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন। উক্ত বিদেশী মেহমানরা এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

এ ছাড়া ১৯৮৪ সালের ১৮-২২ ডিসেম্বর ইয়েমেন আরব প্রজাতন্ত্রের রাজধানী সানায় অনুষ্ঠিত ১৫তম ইসলামিক পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে বাংলাদেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয় এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বতোভাবে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

[Recalling resolution no: 10/14-c of the Fourteenth Islamic Conference of Foreign Ministers and Resolution No: 11/4-c (15) of the Fourth Islamic Summit Conference on the Islamic University in Bangladesh] এবং বাংলাদেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যেসর্বপ্রকার সহযোগিতারও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়ঃ Also putting on record its deep appreciation of the contributions of the Republic of Iraq, the state of Kuwait, the Tunisian Republic and the Islamic solidarity Fund to the Initial financing requirements of the project.

(i) Recomends that necessary aid be given to the University project and its programmes.

(2) Requests the Islamic solidarity Fund and all specializes OIC Institutions and agencies to provide the Government of Bangladesh will all adequate material and technical assistance to enable it to carry out this project in the shortest possible time.

(3) Urges all member states to provide suitable technical assistance and donations so as to enable the University to attain the lofty objectives for which it has been established

(4) Requests the OIC General secretariate to pursu contacts with the People's Republic of Bangladesh to follow up the progress achieved in the implementation of the project.

(5) Charges the General secretariate to seek technical aid from Arab and Islamic University with teachers, books and scholarships.

6. Expresses its appreciation and gratitude to the government of the Republic of Iraq, the state of Kuwait and the Tunisian Republic for the aid they offered for the University project.

(চলবে)